WIT INSTITUTE

গ্রাফিক ডিজাইন

পার্ট ওয়ান

মুহম্মদ আনোয়ার হোসেন ফকির

নিজেই শিখুন গ্রাফিক ডিজাইন

ফটোশপ টুলস, এলিমেন্টস অফ ডিজাইন,
ডিজাইন প্রিন্সিপালস, কালার, টাইপোগ্রাফি, কমন মিসটেক,
লেআউট এবং কম্পোজিশন, ইমেজ, প্র্যাকটিক্যাল ফটোশপ
প্রজেক্ট, ব্র্যান্ডিং এবং আইডেন্টিটি, ফ্রিল্যান্সিং গাইডলাইন,
অনলাইনে আয়, আয় করার জনপ্রিয় ক্যাটাগরি।

অ্যাডভান্সড ও প্রফেশনাল

সবকিছু শিখুন হাতে কলমে

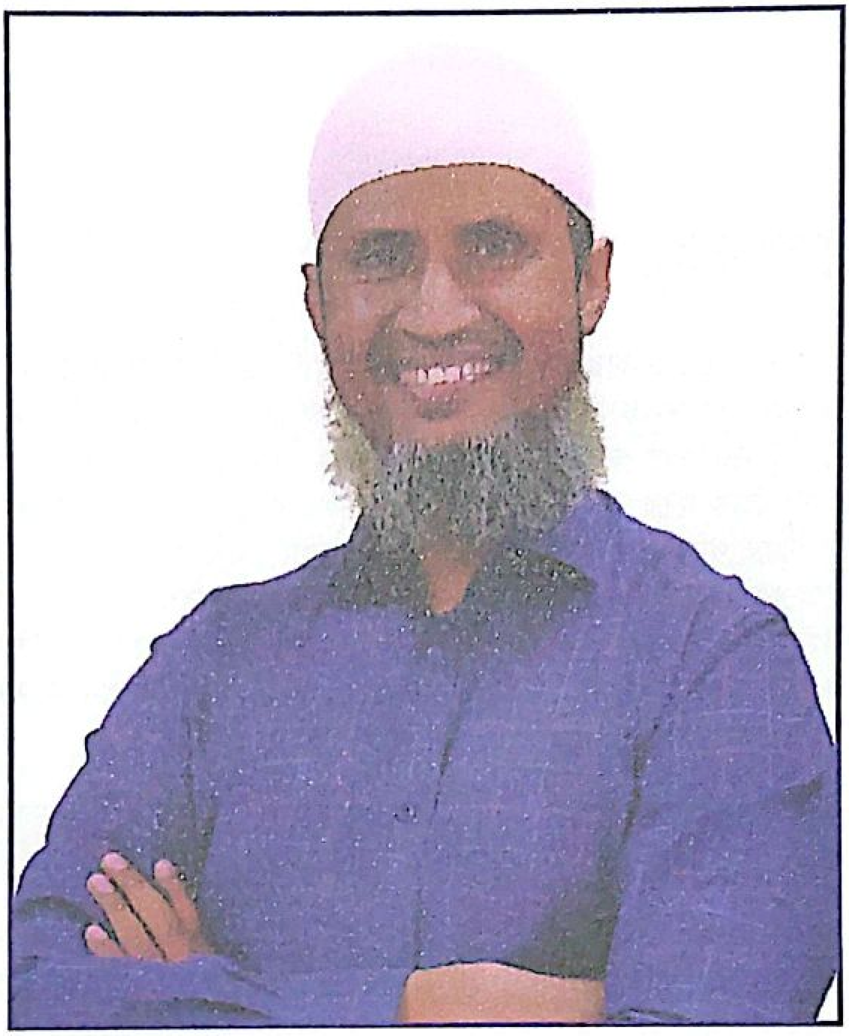

লেখক পরিচিতি

আনোয়ার হোসেন বর্তমানে একজন জনপ্রিয় করপোরেট প্রশিক্ষক। তিনি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান "ট্রেইনিং বাংলা"-এর স্বত্বাধিকারী। প্রশাসনিক কর্মকর্তা হিসেবে এক দশক ধরে রবি আজিয়াটা লিমিটেডে দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে ডেটাবেস ম্যানেজমেন্টে বিশ্লেষণী প্রতিবেদন তৈরি করেছেন। তার বিস্তৃত কর্মপরিধির মধ্যে আছে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা, মান নিয়ন্ত্রণ, কর্মস্থলে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ইত্যাদি। এর আগে তিনি বঙ্গবন্ধু সেতু টোল ব্যবস্থাপনা পরিচালনা এবং একটি সফটওয়্যার-হার্ডওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

পদার্থবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করার পর তিনি ব্যক্তিগত আগ্রহে ট্রিনিটি বিশ্ববিদ্যালয়, ডেলাওয়ার, ইউএসএ থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন।

ইতিমধ্যে তিনি বিভিন্ন করপোরেট প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের এম এস এক্সেল, এম এস পাওয়ার পয়েন্ট অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন, অ্যানিমেশন চার্ট অ্যান্ড গ্রাফিক্যাল ডেটা রিপ্রেজেন্টেশন ইত্যাদি বিষয়ে পঞ্চাশ হাজার শ্রম ঘণ্টারও অধিক প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। পাশাপাশি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাঙ্গে প্রশিক্ষক হিসেবে সুনামের সাঙ্গে দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

সূচিপত্র

ভূমিকা	১৫
গ্রাফিকস	১৬
ইতিহাস	১৬
গ্রাফিক ডিজাইন ইতিহাস টাইমলাইন	১৭
ডিজাইন কী?	১৮
এলিমেন্টস অফ ডিজাইন	১৮
ইকুইপমেন্ট অফ ডিজাইন	১৮
গ্রাফিক ডিজাইন হচ্ছে যোগাযোগের বিশেষ মাধ্যম	২০
ডিজাইনে মৌলিক নীতি	২০
টাইপোগ্রাফি	**২১**
সাধারণভাবে ব্যবহৃত টেক্সট ফন্ট	২১
সেরিফ টাইপ ফন্ট	২২
সান্স সেরিফ ফন্ট	২২
একটি ফন্ট নির্বাচন করা	২৩
যেসব ফন্ট এড়িয়ে চলতে হবে	২৩
ফন্ট সমন্বয় করা	২৩
অন্যান্য গুরুত্বপর্ণ শর্তাবলী	২৪
উচ্চতার ক্রম (Hierarchy)	২৪
নেতৃত্ব (Leading)	২৫
ট্র্যাকিং (Tracking)	২৫
কার্নিং (Kerning)	২৬
টাইপোগ্রাফির সারমর্ম (Putting it all together)	২৬
রঙের শক্তি (The power of color)	**২৭**
রঙের মূলসূত্র (Color basics)	২৭
হিউ (Hue)	২৮
স্যাচুরেশন (Saturation)	২৮
ভ্যালু (Value)	২৯
রঙের স্কিম তৈরি করা (Creating color schemes)	২৯
মোনোক্রোম্যাটিক (Monochromatic)	৩০
সামঞ্জস্যতা (Analogous)	৩০
পরিপূরক (Complementary)	৩১
স্প্লিট-পরিপূরক (Split-complementary)	৩১
ত্রিপদী (Triadic)	৩১
টেট্রাডিক (Tetradic)	৩২
সাধারণ ভুল এড়িয়ে চলনু (Avoiding common mistakes)	৩২
সঠিক রং নির্বাচন করা (Choosing the right colors)	৩৩
ডিস্যাচুরেটেড (Desaturated)	৩৩
অনুপ্রেরণা খোঁজা (Finding inspiration)	৩৪
রঙের সারমর্ম (Putting it all together)	৩৪
মনের ওপর রঙের প্রভাব	৩৫
লেআউট এবং কম্পোজিশন (Layout and Composition)	**৩৮**
পাঁচটি মৌলিক মূলনীতি (Five basic principles)	৩৯
নৈকট্য (Proximity)	৩৯
নেতিবাচক স্থান (White space)	৪০
অ্যালাইনমেন্ট (Alignment)	৪০
কনট্রাস্ট (Contrast)	৪১
উচ্চতার ক্রম (Hierarchy)	৪১
পুনরাবৃত্তি (Repetition)	৪২
লেআউট এবং কম্পোজিশন সারমর্ম (Putting it all together)	৪৩

ছবির শক্তি (The power of images)	**৪৪**
সুন্দর ছবি সন্ধান করা (Finding images)	৪৫
নিজস্ব সংগ্রহ ব্যবহার করা (Using stock)	৪৫
কার্যকর সংগ্রহ নির্বাচন করা (Choosing effective stock)	৪৬
ইমেজ ব্যবহারের স্বত্বাধিকার (Image usage rights)	৪৭
গুণগত মানের গুরুত্ব (The importance of quality)	৪৭
রাস্টার বনাম ভেক্টর (Raster vs. vector)	৪৮
ইমেজ সম্পাদনা করা (Editing images)	৪৯
ইমেজ ক্রপিং (Cropping)	৪৯
আকার পরিবর্তন করা (Resizing)	৫০
অন্যান্য সমন্বয় (Other adjustments)	৫০
ছবির শক্তি সারমর্ম (Putting it all together)	৫১
ডিজাইনের মৌলিক বিষয় (Fundamentals of Design)	**৫২**
শিল্পের ভিত্তি, নকশা এবং অন্যান্য কৌশল (The basis of art, design, and more)	৫২
লাইন (Line)	৫২
আকার আকৃতি (Shape)	৫৪
ফর্ম (Form)	৫৫
টেক্সচার (Texture)	৫৬
ভারসাম্য (Balance)	৫৭
তৃতীয়াংশের নিয়ম (The rule of thirds)	৫৮
ডিজাইনের মৌলিক বিষয় সারমর্ম (Putting it all together)	৫৮
ব্র্যান্ডিং এবং পরিচয় (Branding and Identity)	**৫৯**
ডিজাইনের মাধ্যমে প্রভাবিত করা (Influencing through design)	৫৯
চাক্ষুষ পরিচয়ের দিকে নজর দেওয়া (A closer look at visual identity)	৫৯

প্রতীক (Logo)	৬১
রং (Color)	৬২
টাইপোগ্রাফি (Typography)	৬৩
ইমেজ (Images)	৬৪
ব্র্যান্ডিং এবং পরিচয় সারমর্ম (Putting it all together)	৬৫
'ডিজাইনারস' ক্যারিয়ার রোডম্যাপ	**৬৬**
রসপনসিভনেস অ্যান্ড ইন্টারেকটিভিটি নিয়ে কাজ করে	৬৮
কৌশল এবং বিষয়বস্তু	৬৯
ওয়্যারফ্রেমিং এবং প্রোটোটাইপিং	৬৯
গ্রাফিক ডিজাইনে অ্যাডোবি ফটোশপ	**৭০**
ইতিহাস	৭১
ফটোশপ Creative Cloud (সিসি)	৭২
অ্যাডোবি ফটোশপ পরিচিতি	**৭৩**
ফটোশপ মেনু বার (Menu bar)	৭৪
ফটোশপ অপশন বার (Options Bar)	৭৫
ফটোশপ টুলস প্যালেট (Tools Palette)	৭৬
ফটোশপ প্যানেলস (Panels)	৭৭
ডকুমেন্ট উইন্ডো বা ক্যানভাস (Document Window)	৭৮
ফটোশপ স্ট্যাটাস বার	৭৮
ডকুমেন্ট টাইটেল	৭৮
ফটোশপ টুলস পরিচিতি	৭৮
ফটোশপ টুলস পরিচিতি	**৮০**
মুভ টুল (Move Tool)	৮১
মারকিউ টুল (Marquee Tool)	৮১
ডিসিলেক্ট (Deselect)	৮১
ল্যাসো টুল (Lasso Tool)	৮২
কুইক সিলেকশন টুল (Quick Selection Tool)	৮২
ক্রপ টুল (Crop TooL)	৮৩

আইড্রপার টুল (Eyedropper Tool)	৮৩
স্পট হিলিং ব্রাশ টুল (Spot Healing Brush Tool)	৮৪
ব্রাশ টুল (Brush Tool)	৮৫
স্ট্যাম্প টুলস (Stamp Tools)	৮৫
হিস্ট্রি ব্রাশ টুল (History Brush Tool)	৮৬
ইরেজার গ্রুপ টুল (Eraser Group Tool)	৮৬
গ্রেডিয়েন্ট টুল (Gradient Tool)	৮৭
ব্লার টুল (Blur Tool)	৮৮
ডজ টুল (Dodge Tool)	৮৮
পেন টুল (Pen Tool)	৮৯
টাইপ টুলস (Type Tools)	৯০
পাথ সিলেকশন (Path Selection Tool)	৯০
রেকটেঙ্গল টুল (Rectangle Tool)	৯১
হ্যান্ড টুল (Hand Tool)	৯২
জুম টুল (Zoom Tool)	৯৩
ফোরগ্রাউন্ড কালার টুল (Foreground Color Tool)	৯৩
ফটোশপ টুলস গ্রুপ	৯৪
সিলেকশন টুলস (Selection Tools)	৯৪
ক্রপ ও স্লাইস টুলস (Crop and Slice Tools)	৯৫
মেজারিং টুলস (Measuring Tools)	৯৫
রিটাচিং টুলস (Retouching Tools)	৯৫
পেইন্টিং টুলস (Painting Tools)	৯৬
ড্রয়িং ও টাইপিং টুলস (Drawing and Type Tools)	৯৬
নেভিগেশন টুলস (Navigation Tool)	৯৭
নতনু ডকুমেন্ট বা ফাইল তৈরি	৯৮
একক নির্ধারণ	৯৯
রেজল্যুশন (Resolution)	৯৯
কালার মুড (Color Mode)	৯৯

Background Contents	১০০
ডকুমেন্ট সেভ করা	১০১
ফটোশপ টুলস ব্যবহার	১০৩
মারকিউ টুল ব্যবহার করার নিয়ম (Marquee Tool)	১০৩
রেকটেঙ্গুলার মারকিউ টুল (Rectangular Marquee Tool)	১০৩
ইলিপটিক্যাল মারকিউ টুল (Elliptical Marquee Tool)	১০৫
সিঙ্গেল রো মারকিউ টুল (Single Row Marquee Tool)	১০৬
সিঙ্গেল কলাম মারকিউ টুল (Single Column Marquee Tool)	১০৭
ফটোশপ লেয়ার	১০৮
লেয়ার প্যালেট (Layers Palette)	১০৯
নতুন লেয়ার তৈরি করা	১১০
দ্বিতীয় লেয়ার তৈরি কৌশল	১১১
New Layer-এর একটি উইন্ডো ওপেন হবে	১১২
ফটোশপ লেয়ার হাইড করা	১১৩
লেয়ারের নাম পরিবর্তন করা	১১৩
লেয়ার ডিলিট করা	১১৩
ডুপ্লিকেট লেয়ার তৈরি	১১৪
ফটোশপ মুভ টুলের ব্যবহার	১১৪
লেয়ার ওপর নিচ করা	১১৬
Layer Auto Select	১১৬
ফটোশপে লেয়ার লক করা	১১৭
অনশীলনঃ মারকিউ টুল ব্যবহার করে বাংলাদেশের পতাকা তৈরি	১১৭
ক্যানভাস সাইজ	১১৮
বৃত্তের মাপ এবং অবস্থান নির্নয়	১১৯
পতাকার বৃত্ত তৈরির গাইড তৈরি	১১৯
পতাকার বৃত্ত তৈরি করা	১২০

পতাকার সবুজ ব্যাকগ্রাউন্ড	১২২
ল্যাসো টুলের ব্যবহার (Lasso Tool)	১২৪
পলিগোনাল ল্যাসো টুল (Polygonal Lasso Tool)	১২৫
ম্যাগনেটিক ল্যাসো টুল (Magnetic Lasso Tool)	১২৬
কুইক সিলেকশন টুল (Quick Selection Tool)	১২৬
অবজেক্ট সিলেকশন টুল (Object Selection Tool)	১২৭
কুইক সিলেকশন টুল (Quick Selection Tool)	১২৮
অতিরিক্ত সিলেক্ট হলে করণীয়	১২৯
ম্যাজিক ওয়ান্ড টুল (Magic Wand Tool)	১২৯
ক্রপ টুল ব্যবহার করে ছবির নির্দিষ্ট অংশ কেটে ফেলা	১৩১
ছবি ক্রপ করার কৌশল	১৩১
প্রয়োজন মাফিক ছবি ক্রপ করা	১৩২
মাপমতো ছবি ক্রপ করা	১৩৪
ফটোশপ স্লাইস টুল (Slice Tool)	১৩৬
টুকরা টুকরাভাবে ইমেজ স্লাইস করা	১৩৭
আইড্রপার টুল (Eyedropper Tool)	১৪০
ফটোশপ কালার ধারণা	১৪২
RGB কালার ধারণা	১৪৩
Hexadecimal Color ধারণা	১৪৪
কালার স্যাম্পলার টুল (Color Sampler Tool)	১৪৫
রুলার টুল ও নোট টুল (Ruler Tool – Note Tool)	১৪৭
রুলার টুল (Ruler Tool)	১৪৭
ফটোশপ নোট টুল (Photoshop Note Tool)	১৪৮
পাসপোর্ট সাইজ ছবি তৈরি কৌশল	১৪৮
পাসপোর্ট সাইজ ছবির মাপ	১৪৮

ক্রপ করে পাসপোর্ট সাইজ ছবি তৈরি	১৪৯
পাসপোর্ট ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তন করা	১৫০
সিলেক্ট ফোরগ্রাউন্ড-কালার	১৫১
ফটোশপ স্পট হিলিং ব্রাশ টুল (Spot Healing Brush Tool)	১৫২
হিলিং ব্রাশ টুল (Healing Brush Tool)	১৫৩
ফটোশপ প্যাচ টুল (Patch Tool)	১৫৪
কন্টেন্ট অ্যাওয়ার মুভ টুল (Content Aware Move Tool)	১৫৬
রেড আই টুল (Red Eye Tool)	১৫৭
ব্রাশ টুল (Brush Tool)	১৫৮
ফটোশপ পেনসিল টুল (Photoshop Pencil Tool)	১৬৪
কালার রিপ্লেসমেন্ট টুল (Color Replacement Tool)	১৬৫
ক্লোন স্ট্যাম্প টুল (Clone Stamp Tool)	১৬৮
প্যাটার্ন স্ট্যাম্প টুল (Pattern Stamp Tool)	১৭৩
ফটোশপে আনডু রিডু ও ফটোশপ হিস্টোরি	১৭৬
ফটোশপ History-এর ব্যবহার	১৭৭
হিস্টোরি ব্রাশ টুল (History Brush Tool)	১৭৮
আর্ট হিস্টোরি ব্রাশ টুল (Art History Brush Tool)	১৮০
ইরেজার টুল (Eraser Tool)	১৮৩
ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ অনুশীলন	১৮৫
ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার টুল (Background Eraser Tool)	১৮৭
অনুশীলন: ব্যাকগ্রাউন্ড ইরেজার টুল দিয়ে নতনু ব্যাকগ্রাউন্ড সেট করা	১৯০
ম্যাজিক ইরেজার টুল (Magic Eraser Tool)	১৯১
ব্লার টুল (Blur Tool)	১৯৫
শার্পেন টুল (Sharpen Tool)	২০০
স্মাজ টুল (Smudge Tool)	২০৩
গ্রেডিয়েন্ট টুল (Gradient Tool)	২০৫

লিনিয়ার গ্রেডিয়েন্ট টুল (Linear Gradient Tool)	২০৭
রেডিয়াল গ্রেডিয়েন্ট টুল (Radial Gradient Tool)	২০৮
অ্যাঙ্গেল গ্রেডিয়েন্ট টুল (Angle Gradient Tool)	২০৮
রিফ্লেক্টেড গ্রেডিয়েন্ট টুল (Reflected Gradient Tool)	২০৯
ডাইমন্ড গ্রেডিয়েন্ট টুল (Diamond Gradient Tool)	২০৯
গ্রেডিয়েন্ট টুলের আরও ব্যবহার	২১০
পেইন্ট বাকেট টুল (Paint Bucket Tool)	২১৩
থ্রিডি মেটারিয়াল ড্রপ টুল (3D Material Drop tool)	২১৬
ডজ টুল (Dodge Tool)	২২১
বার্ন টুল (Burn Tool)	২২২
স্পঞ্জ টুল (Sponge Tool)	২২৪
ফটোশপ পেন টুল (Pen Tool)	২২৬
ফ্রিফর্ম পেন টুল (Freeform Pen Tool)	২২৯
কার্ভেচার পেন টুল (Curvature Pen Tool)	২৩০
অ্যাঙ্কর পয়েন্ট (Anchor Point)	২৩১
অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট (Add Anchor Point)	২৩২
ডিলিট অ্যাঙ্কর পয়েন্ট (Delete Anchor Point)	২৩৩
কনভার্ট পয়েন্ট টুল (Convert Point Tool)	২৩৩
পাথ সিলেকশন টুল (Path Selection Tool)	২৩৪
ডিরেক্ট সিলেকশন টুল (Direct Selection Tool)	২৩৫
ফটোশপে লেখালেখি টাইপ টুলের ব্যবহার	২৩৬
হরাইজন্টাল টাইপ টুল (Horizontal Type Tool)	২৩৬
ভার্টিক্যাল টাইপ টুল (Vertical Type Tool)	২৩৭
ফন্ট সাইজ ও কালার নির্বাচন	২৩৭
ফটোশপের লেখা বাঁকা করা	২৩৮
ফটোশপে টাইপ মাস্ক টুলের ব্যবহার	২৩৯

ভার্টিক্যাল টাইপ মাস্ক টুল (Vertical Mask Tool)	২৩৯
হরাইজন্টাল টাইপ মাস্ক টুল (Horizontal Mask Type Tool)	২৪০
ফন্ট সাইজ এবং ফন্ট কালার পরিবর্তন	২৪১
ফটোশপে ছবি দিয়ে লেখা	২৪২
ইমেজের উপর লেখার মাস্ক তৈরি করা	২৪৩
ফটোশপ শেপ টুলের ব্যবহার	২৪৭
রেকটেঙ্গল টুল (Rectangle Tool)	২৪৭
শেপে Stroke বা বর্ডার দেওয়া	২৫০
রাউন্ডেড রেকটেঙ্গল টুল (Rounded Rectangle Tool)	২৫১
ইলিপস টুল (Ellipse Tool)	২৫২
পলিগন টুল (Polygon Tool)	২৫৩
লাইন টুল (Line Tool)	২৫৪
কাস্টম শেইপ টুল (Custom Shape Tool)	২৫৫
ফটোশপে ছবি ঘুরিয়ে নেওয়া (Image Rotation)	২৬০
রোটেট ভিউ টুল (Rotate View Tool)	২৬২
ইচ্ছারূপ পরিবর্তন (Free Transform)	২৬৩
ফটোশপে লেয়ার ঘুরিয়ে নেওয়া	২৬৪
ফটোশপ অ্যাডভান্স ফ্রি ট্রান্সফর্ম	২৬৫
ফটোশপ স্কিউ (Skew)	২৬৬
ফটোশপ ডিসটোর্ট (Distort)	২৬৭
ফটোশপ পারসপেকটিভ (Perspective)	২৬৮
ফোরগ্রাউন্ড ও ব্যাকগ্রাউন্ড কালার (Foreground & Background Color)	২৬৯
ফোরগ্রাউন্ড কালার (Foreground Color)	২৬৯
ব্যাকগ্রাউন্ড কালার (Background Color)	২৭১
Switch Foreground & Background Color	২৭২
জুম টুল (Zoom Tool)	২৭২
হ্যান্ড টুল (Hand Tool)	২৭৩

ছবিতে শ্যাডো দেওয়ার কৌশল	২৭৪
লেখাতে শ্যাডো ব্যবহার	২৭৬
Outer Glow টুলের ব্যবহার	২৭৮
Inner Glow টুলের ব্যবহার	২৮০
Photoshop Gradient Overlay অপশন	২৮২
Pattern Overlay-এর ব্যবহার	২৮৫
ফটোশপ স্ট্রোক (Photoshop Stroke)	২৮৬
Photoshop Stroke-এর ব্যবহার	২৮৬
লেয়ার অপাসিটি এবং ফিল (Layer Opacity & Fill)	২৮৯
ফটোশপ ফিল (Fill)	২৯১
ফটোশপ লেয়ার লক (Photoshop Layer Lock)	২৯৪
লেয়ার লক করার প্রয়োজনীয়তা	২৯৫
লেয়ার গ্রুপিং করার প্রয়োজনীয়তা	২৯৫
ফটোশপ লেয়ার গ্রুপিং করার কৌশল	২৯৬
ফটোশপ কার্ভস অপশন (Curves Option)	৩০০
ফটোশপ হিউ/স্যাচুরেশন (Hue/Saturation)	৩০৪
রঙিন ছবি সাদা কালো করার কৌশল	৩০৯
ফটোশপ ইমেজ সাইজ (Image Size)	৩১১
ফটোশপ ক্যানভাস সাইজ (Canvas Size)	৩১৪
ফিল অপশন: কন্টেন্ট অ্যাওয়ার (Fill Option: Content Aware)	৩১৬
ফটোশপ স্ট্রোক (Stroke Option)	৩১৯
ফটোশপ ফেদার অপশন (Feather Option)	৩২১
ফটোশপ লেভেল (Photoshop Levels)	৩২৩
RGB কালার	৩২৪

Red কালার	৩২৪
Green কালার	৩২৫
Blue কালার	৩২৫
প্র্যাকটিক্যাল ফটোশপ প্রজেক্ট	**৩২৬**
নির্দিষ্ট মাপে ছবি তৈরি করা	৩২৬
কাঁচা ফলকে পাকা রঙে রঙিন করা	৩২৯
সাদা-কালো ছবিকে রঙিন ছবিতে রূপান্তর করা	৩৩১
পুরোনো ছবিকে নতুন বানানো	৩৩৫
মাথায় টুপি দিয়ে ডিজাইন করা	৩৩৯
নির্দিষ্ট মাপের ছবি তৈরি	৩৪০
ফটোশপ অ্যাড ডিজাইন করা	৩৪৪
মোবাইল বা ক্যামেরায় তোলা ছবিতে ফটো ফ্রেম সম্পাদনা করা	৩৪৮
রঙিন ছবিকে আংশিক সাদাকালো করা	৩৪৯
নিখুঁতভাবে মাথার চুল ঠিক রেখে ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তন করা	৩৫২
ছবিকে সুন্দর করার পেশাদার কৌশল	৩৫৬
ছবিতে পিক্সেল ইফেক্ট দেওয়ার কৌশল	৩৫৮
ইমেজকে স্কেচ ইফেক্ট দেওয়ার কৌশল	৩৬২
ইমেজে টাইপোগ্রাফি করার কৌশল	৩৬৪
ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড ঝাপসা করা	৩৬৮
ফটোশপ শর্টকাট কী	৩৭০
ফটোশপ টুলস শর্টকাট	৩৭০
মেনু শর্টকাট	৩৭০
গ্রাফিক ডিজাইনারদের জন্য অনলাইনে আয়	৩৭২
গ্রাফিক ডিজাইন করে আয় করার জনপ্রিয় ক্যাটাগরি	৩৭৩

ভূমিকা

জয়নুল আবেদিন ভারতীয় উপমহাদেশের একজন অনন্য শিল্প-প্রতিভা। পূর্ববঙ্গে তথা বাংলাদেশে চিত্রশিল্পবিষয়ক শিক্ষার প্রসারে ভূমিকার জন্য তাকে 'শিল্পাচার্য' বলা হয়।

১৯৫৩ সালে শিল্পী জয়নুল আবেদিন ইউরোপ ভ্রমণে বের হয়েছিলেন। স্পেনে গিয়ে জয়নুল খুব বিপদে পড়লেন। স্পেনের এক হোটেলে বসে তিনি কী কী খাবেন তা হোটেল বয়কে কিছুতেই বুঝাতে পারছিলেন না। হোটেল বয় স্পেনিশ ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা জানে না। শিল্পী স্পেনিশ ভাষা মোটেও জানেন না। তিনি ইংরেজি জানেন আর সামান্য ফরাসি ভাষা বলতে পারেন। ভাঙা ভাঙা ফরাসিতে, ইংরেজিতে এমনকি ইশারায় নানা রকম ভঙ্গি করে খাবার মেনু বোঝাবার চেষ্টা করলেন। ফল খুব ভালো হলো না।

হোটেলে এমন কাউকে পাওয়া গেল না যে ফরাসি বা ইংরেজি ভাষা জানে। এদিকে খিদের চোটে পেট চোঁ চোঁ করছে। শেষে হোটেলের বয় শিল্পীকে নিয়ে গেলেন রান্নাঘরে। বাবুর্চি ও রাঁধুনিরা একটা একটা করে খাবার তুলে তাঁকে দেখালেন কোনটি তিনি খেতে চান। অনেকক্ষণ পর পাওয়া গেল। খুবই সামান্য জিনিস- চিংড়ি মাছ ভাজা খেতে চান। কিন্তু এই সামান্য খাবারের কথা বোঝাতে ঘণ্টা খানেক সময় কাবার। ওয়েটার আর রাঁধুনিরা ব্যাপারটা নিয়ে এক চোট হেসে নিল। স্পেনে থাকতে হবে তাঁকে অনেক দিন। চিংড়ি ভাজা খাচ্ছে আর ভাবছে- ভাষা সমস্যা যে বিরাট সমস্যা। অন্তত হোটেলে খাবার চাইতে গেলে তা বোঝাতে আরও বেশি সমস্যা। ইংরেজি ও ফরাসি জানা লোক এখানে খুবই কম। কী করা যায়! হঠাৎ তাঁর মাথায় এক বুদ্ধি এলো। ঠিক করলেন রাতেও এই হোটেলেই খেতে আসবেন আর বুদ্ধিটা কাজে লাগাবেন। তাঁর থাকার জায়গা থেকে হোটেল মোটামুটি কাছে। রাতের বেলায় হোটেলে এসে একই টেবিলে খেতে বসলেন। হোটেলের কর্মচারীরা তাঁকে দেখে দুপুরের কথা মনে করেই মুচকি হাসতে লাগল। কিন্তু শিল্পী জয়নুল তা ভ্রুক্ষেপ করলেন না। খুবই সপ্রতিভভাবে আঙুলের ইশারায় একজন ওয়েটারকে ডাকলেন। তারপর কোনো

কথা না বলে ছবি আঁকার খাতা খুলে ঝটপট কিছু ছবি এঁকে ফেললেন। ছবি আঁকার খাতা ওয়েটারের চোখের সামনে তুলে ধরলেন। ওয়েটার একেবারে অবাক। আনন্দে সে লাফাতে লাগল। আশেপাশের সবাই ছুটে এল। হুমড়ি খেয়ে পড়ল স্কেচ খাতার ওপর। এমন মজার কাণ্ড ঘটাতে পারে তা রেস্তোরাঁর কেউ ভাবতেই পারেনি।

শিল্পী কী কী খাবেন, তা ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কাগজে একপাশে একটি সেদ্ধ করার কড়াই এবং একটি ভাজি করার কড়াই এঁকেছেন। তারপর একটি বড় গরু, পাশে গরুর পেছনের রান এঁকে তীর চিহ্ন দিয়ে সেদ্ধ করা কড়াইয়ের দিকে দেখিয়েছেন। অর্থাৎ রানের মাংস রান্না খেতে চান। গরুর মাংস, মুরগির ডিম, ভাজি, স্যুপ, সবজি, দুধ- এসব এঁকে তীর চিহ্ন দিয়ে নির্দেশ করে দিয়েছেন। তিনি মদ পান করবেন না তা-ও ছবিতে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে শিল্পীর কদর বেড়ে গেল। রেস্তোরাঁর মালিক ও অন্য অনেকেই তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে এগিয়ে এলেন। বাড়িতে দাওয়াত পর্যন্ত করলেন। ভাষা সমস্যা আর তাঁর থাকল না।

জয়নুল আবেদিন এরপর বিদেশে পথ চলতে আর খুব একটা অসুবিধায় পড়েননি। কারণ সঙ্গে থাকত তাঁর স্কেচ খাতা আর পেনসিল। যেকোনো ভাষাভাষীর সঙ্গে ছবি এঁকে ভাবের আদান-প্রদান করে নিতেন, ছবির ভাষা দিয়ে কাজ চালিয়ে যেতেন।

গ্রাফিকস

(গ্রিক : γραφικός গ্রাফিকস, যাকে বলা হয় "অঙ্কনবিষয়ক জ্ঞান") হলো এমনি একটি সদৃশ মাধ্যম যার দ্বারা কোনো পৃষ্ঠের ওপর (যেমন একটি ওয়ালের ওপর, একটি ক্যানভাসের ওপর, একটি পর্দার উপর কিংবা একটি কাগজের ওপর) কিছু ছবি বা নকশা আঁকাকে বুঝায়। যা একটি নির্দিষ্ট অর্থ প্রকাশ করে এবং তা আমাদের কোনো ভাবার্থ বা বিনোদন অথবা স্বচিত্রক ভাব প্রকাশ করে। এটি মূলত ব্যবহার করা হয়, কোনো উপাত্ত (ডেটা) প্রকাশের উদ্দেশ্যে, কম্পিউটারবিষয়ক নকশা বা শিল্পজাত করণে, গ্রাফিকস আর্ট বা ছাপাখানায় অক্ষর বিন্যাসে অথবা শিক্ষামূলক বা বিনোদনমূলক সফটওয়্যার নির্মাণে। যখন কোনো কম্পিউটার দ্বারা কোনো নকশা ডিজাইন করা হয় তখন তাকে বলে কম্পিউটার গ্রাফিকস। কম্পিউটার গ্রাফিকস এমনই একটি প্রক্রিয়া, যার দ্বারা কোনো সিস্টেম প্রোগ্রামিং ছাড়াই কোনো ব্যক্তি দৃশ্যমান টুল ব্যবহারের মাধ্যমে একটি নকশাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারে।

ফটোগ্রাফ, লাইন আর্ট, ড্রয়িং, গ্রাফ, ডায়াগ্রাম, টাইপোগ্রাফি, সংখ্যা, প্রতীক, জ্যামিতি, জ্যামিতিক নকশা, ম্যাপ, ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রয়িং অথবা অন্যান্য ছবিসংশ্লিষ্ট বিষয়কে গ্রাফিকসের উৎকৃষ্ট উদাহরণ বলা যায়। অক্ষর, চিত্রালংকরণ (ইলাসট্রেশন), রং হলো একটি গ্রাফিকসের প্রধান উপাদান। কম্পিউটার গ্রাফিকসের মাধ্যমে নিজের ইচ্ছাকৃত ডিজাইন, নতুনত্ব আনয়ন, অক্ষরের সুসন্নিবেশিত রূপ প্রদান করা সম্ভব। গ্রাফিকস ডিজাইনিংয়ের মাধ্যমে ব্যক্তি তার ইচ্ছানুযায়ী পোস্টার, ফ্লাইয়ার, ব্রাউজার, ওয়েবসাইট, বিজনেস কার্ড, লোগো, টি-শার্ট, বইয়ের প্রচ্ছদ ইত্যাদির নকশা ডিজাইন করতে পারবে।

ইতিহাস

গ্রাফিকসের ব্যবহার হয়েছিল আজ থেকে খ্রিস্টপূর্ব প্রায় চল্লিশ হাজার থেকে দশ হাজার বছর পূর্ব থেকে অথবা তারও আগে থেকে অর্থাৎ, প্রত্নপ্রস্তর যুগ থেকে। প্রাচীন গ্রাফিকস ব্যবহারের হদিস পাওয়া যায় নৃবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে। প্রত্নপ্রস্তর যুগে বস্তু চিহ্নিত করার জন্য গুহায়, নুড়িপাথর, হাতির দাঁত, হাড়, হরিণের শিং দিয়ে তারা প্রচ্ছদ তৈরি করত। সেসব নকশাতে জ্যোতির্বিজ্ঞান, বার্ষিক মৌসুমি ঘটনা, কালক্রমানুযায়ী ঘটনাবলির প্রতীকী চিত্র খোদাই করা ছিল। তা ছাড়াও আজ থেকে প্রায় ছয় হাজার বছর পূর্বে কিছু নকশা এবং চিত্রকর্ম আধুনিকতার প্রদর্শন করে। সে সময় মানুষ হিসাবনিকাশ এবং আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে সিরামিক সিলিন্ডারে, পাথরের ফলকে ইত্যাদিতে মুদ্রাঙ্কন করে রাখত।

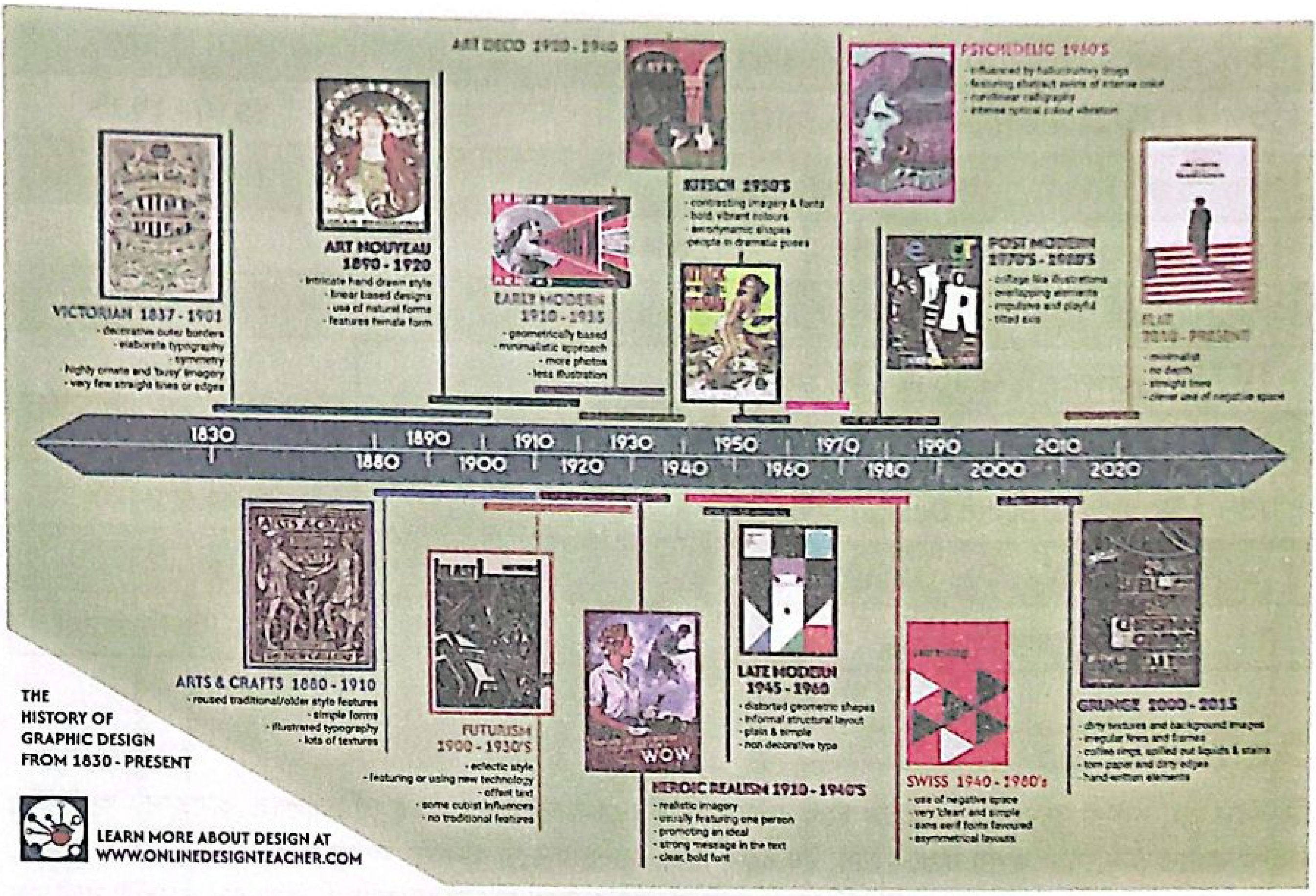

এরও আগে মিশরীয়রা মুদ্রাক্ষরণে প্যাপিরাস নামক এক ধরনের কাগজের মতো জিনিস ব্যবহার করত মিশরীয় পিরামিড তৈরিতে। এছাড়াও চুনাপাথর ও কাঠ ব্যবহারে হদিস পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব প্রায় ৬০০ থেকে ২৫০ অব্দে গ্রিক সভ্যতার কাছ থেকে জ্যামিতিক চিত্রকর্মের একটি বিশেষ ভূমিকা দেখা যায়। তারা ওই সময় গ্রাফিকসের মাধ্যমে জ্যামিতিক তত্ত্বগুলো উপস্থাপন করত। যেমন, বৃত্তের তত্ত্ব, প্যাথাগোরিয়ান তত্ত্ব।

গ্রাফিক ডিজাইন ইতিহাস টাইমলাইন

গ্রাফিক ডিজাইনের টাইমলাইনটি ১৮৩০ থেকে বর্তমান দিন পর্যন্ত রয়েছে এবং গ্রাফিক ডিজাইনের ইতিহাস জুড়ে ১৪টি বিভিন্ন স্টাইলের রূপরেখা রয়েছে। এটি লক্ষণীয় যে প্রতিটি গ্রাফিক ডিজাইনের স্টাইল অন্তর্ভুক্ত নয় (কেননা তার প্রচুর তথ্য রয়েছে) তবে গ্রাফিক ডিজাইনের সব গুরুত্বপূর্ণ এবং চূড়ান্ত সময়সীমা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

টাইমলাইনে নিম্নলিখিত গ্রাফিক ডিজাইন সময়কাল অন্তর্ভুক্ত :

Sl	Design Style	Timeline
1	Victorian Graphic Design Style	1837 - 1901
2	Arts & Crafts Graphic Design Style	1880 - 1910
3	Art Nouveau Graphic Design Style	1890 - 1920
4	Futurism Graphic Design Style	1900 - 1930's
5	Art Deco Graphic Design Style	1920 - 1940's

6	Heroic Realism Graphic Design Style	1900 - 1940's
7	Early Modern Graphic Design Style	1910 - 1935
8	Late Modern Graphic Design Style	1945 - 1960
9	American Kitsch Graphic Design Style	1950's
10	Swiss/International Graphic Design Style	1940's - 1980's
11	Psychedelic Graphic Design Style	1960's
12	Post Modern Graphic Design Style	1970's - 1980's
13	Grunge Graphic Design Style	2000 - 2010's
14	Flat Graphic Design Style	2010 – 2016
15	Matril Design	2016 - To Present

ডিজাইন কী?

ডিজাইন অর্থ নকশা বা আর্ট। ডিজাইন হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের ওপর বস্তুর পরিকল্পিত অবস্থান। অর্থাৎ যা নকশা করতে চান, যার ওপর করতে চান, যে বস্তুর দ্বারা নকশা করতে চান তা সম্পর্কে ধারণা। বইয়ের ভাষায়, একটি ছবির সমাপ্তকরণের ক্ষেত্রে যে নির্দেশকের ভূমিকা পালন করে যে নকশা বা আর্ট করা হয় তাকেই বলা হয় ডিজাইন। মূলত নকশা তৈরির মূল সূত্রসমূহ সঠিকভাবে ব্যবহার করার মাধ্যমে একটি সঠিক ডিজাইনের জন্ম হয়। সংক্ষেপে বলা যায় কোনো সৃজনশীল কর্মের প্রাথমিক কাঠামোই হচ্ছে ডিজাইন।

ডিজাইন করতে ২ ধরনের জিনিস প্রয়োজন হয়।

১. এলিমেন্টস (Element)

২. ইকুইপমেন্ট (Equipment)

এলিমেন্টস অফ ডিজাইন :

১. লাইন (Lines), ২. শেইপ (Shapes), ৩. কালার (Colors), ৪. ফন্ট (Textures), ৫. জায়গা (Spaces)

ইকুইপমেন্ট অফ ডিজাইন :

১. পেনসিল (Pencil), ২. রাবার (Rubber), ৩. স্কেল (Ruler)

গ্রাফিক ডিজাইন কী বা একজন গ্রাফিক ডিজাইনারের কাজ কী এ সম্পর্কে অনেকের মাঝেই সংশয় দেখা যায় বা অস্পষ্ট ধারণা পোষণ করে। কেউ মনে করে ব্যবসার প্রয়োজনে শুধু লোগো ডিজাইন করাই বুঝি গ্রাফিক ডিজাইনারের কাজ, আবার কেউ ভাবে ফটোশপ বা ইলাস্ট্রেটরে ইমেজ এডিট করার কাজটিই আসলে গ্রাফিক ডিজাইন। আবার অনেকে মনে করে ম্যাগাজিন, পত্রিকায় অ্যাড তৈরি বা অনলাইনে ব্যানার তৈরি করাটাই হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইন। তবে এগুলো সবই গ্রাফিক ডিজাইন কাজের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু গ্রাফিক ডিজাইনের বিস্তৃতি আরও ব্যাপক।

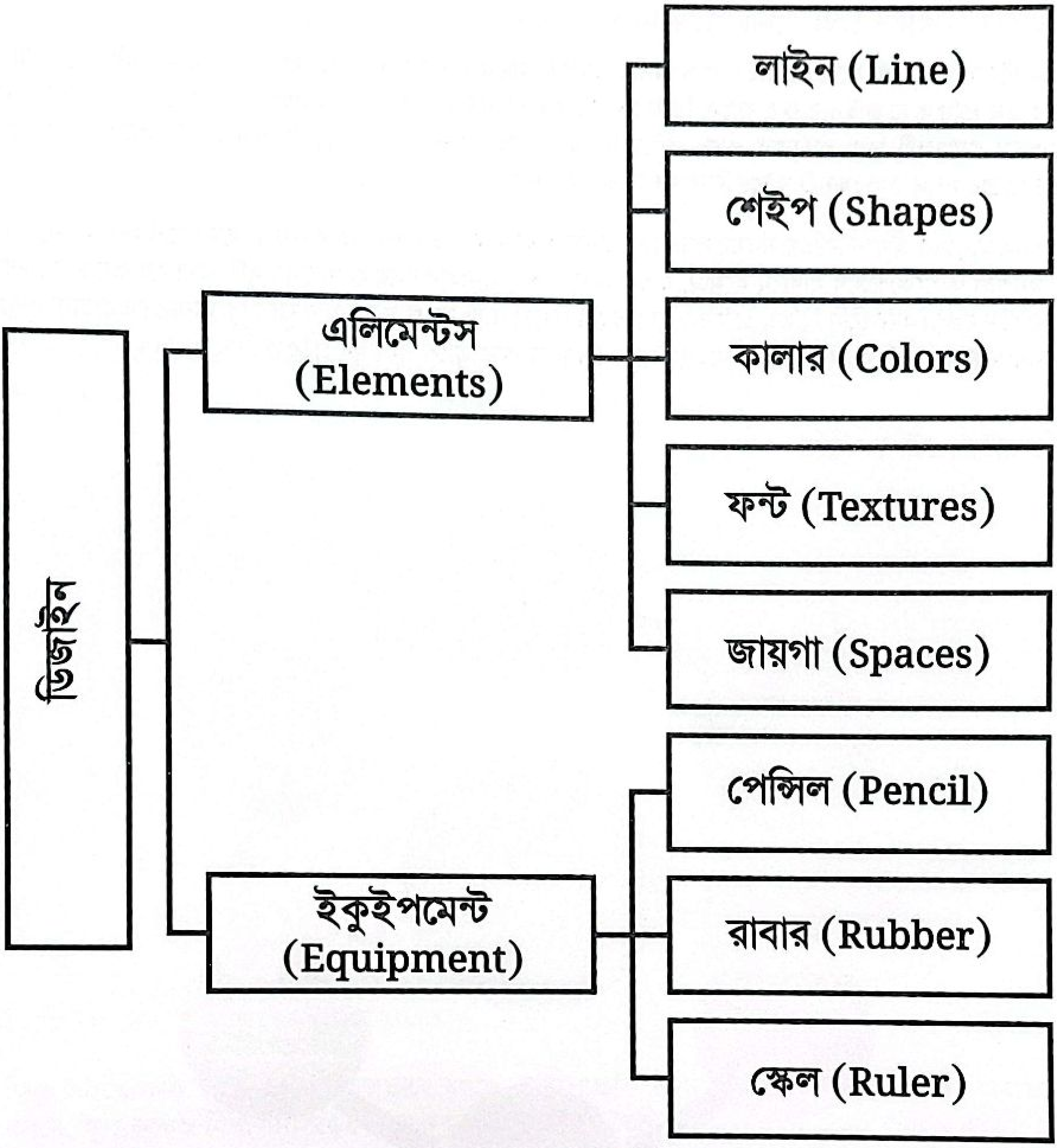

যত দূর দেখা যায়, গ্রাফিক ডিজাইন তত দূর বিস্তৃত। আশপাশে তাকান। কী দেখা যায়? অনেক কিছু! দিন শুরু হয় টুথপেস্টের টিউব থেকে ব্রাশে পেস্ট লাগানো দিয়ে, সেখান থেকে শুরু করে গাড়ি করে অফিস যেতে যেতে রাস্তার আশেপাশে দোকানের সাইনবোর্ড, বিভিন্ন সাইজের দালানকোঠা, অফিসে ঢুকতে নেমপ্লেট, চেয়ার টেবিল, ডিভাইস এমনকি লাঞ্চে বের হয়ে রেস্টুরেন্টের মেনু, ভাউচার, সুন্দর পাত্রে পরিবেশন পর্যন্ত সবকিছুই ডিজাইন দ্বারা পরিবেষ্টিত। কোথায় নেই ডিজাইন? আর এই ডিজাইনগুলো কিসের জন্য, কাদের জন্য এবং কেন? এই ডিজাইনগুলো মানুষের জীবনকে সহজভাবে পরিচালনা করার এক অনন্য মাধ্যম।

টাইপোগ্রাফি

প্রায় সবকিছুতেই টাইপোগ্রাফি দেখতে পাই। যে বই পড়ি, যে ওয়েবসাইটগুলো ভিজিট করি, এমনকি দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে, রাস্তায় নিরাপত্তা ব্যানার, বাম্পার স্টিকার এবং পণ্য প্যাকেজিংয়েও টাইপোগ্রাফি দেখা যায়।

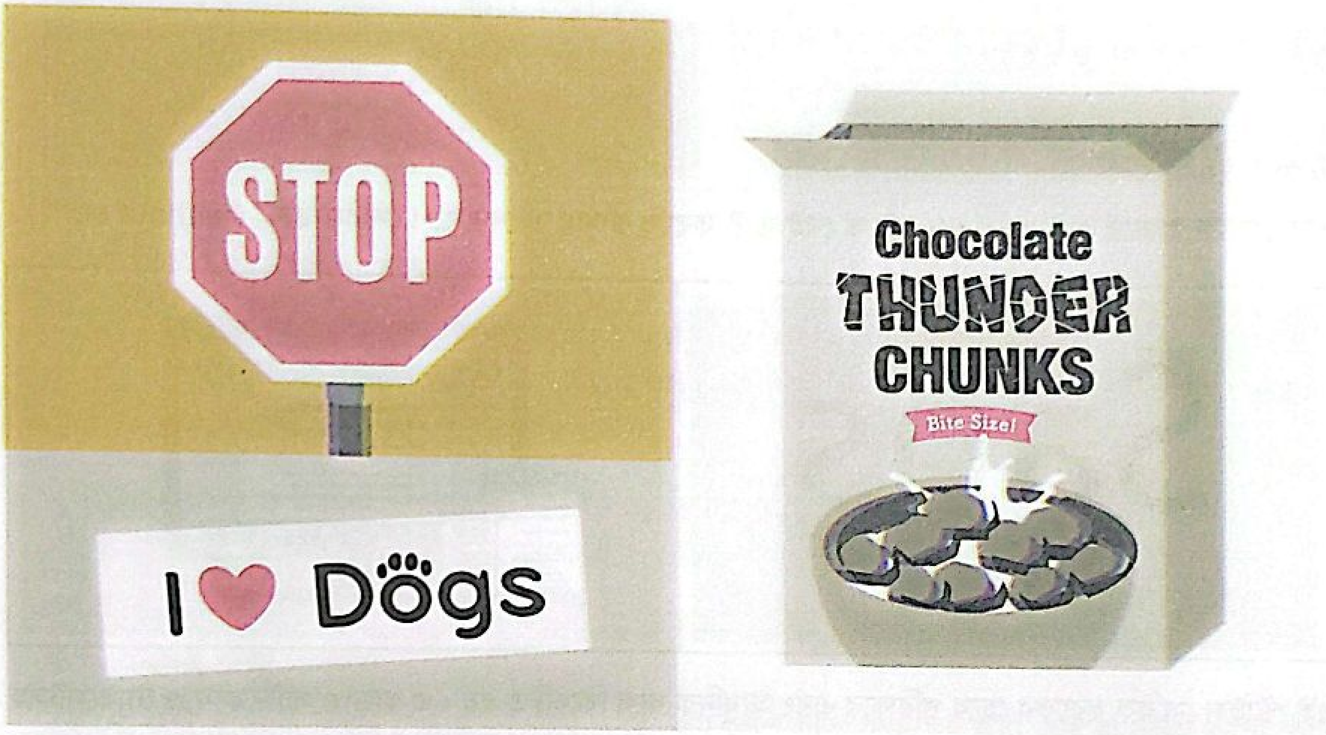

কিন্তু টাইপোগ্রাফি আসলে কী? সহজভাবে বললে, টাইপোগ্রাফি হলো লেখার স্টাইল বা অবয়ব। অন্যভাবে বললে, স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডকুমেন্ট বা প্রজেক্ট তৈরির সময় যেভাবে টেক্সট ব্যবহার করেছি এটা ঠিক সেই রকম।

সাধারণভাবে ব্যবহৃত টেক্সট ফন্ট

টাইপোগ্রাফি বললে অনেকের মনের মধ্যে একটি শঙ্কা বা ভয়ের উদয় হয়। আসলে এটা কোনো ভয়ের বিষয় না বরং শুধু প্রতিদিন একটু একটু করে জানতে হবে। প্রথমত, কিছু সাধারণ ধরনের ফন্ট এবং তাদের সম্পর্কে যা জানা দরকার।

সেরিফ টাইপ ফন্ট

সেরিফ টাইপ ফন্টের প্রতিটি অক্ষরের প্রান্ত অংশে সুচালো সংযুক্ত আছে যাকে স্ট্রোক বলে।

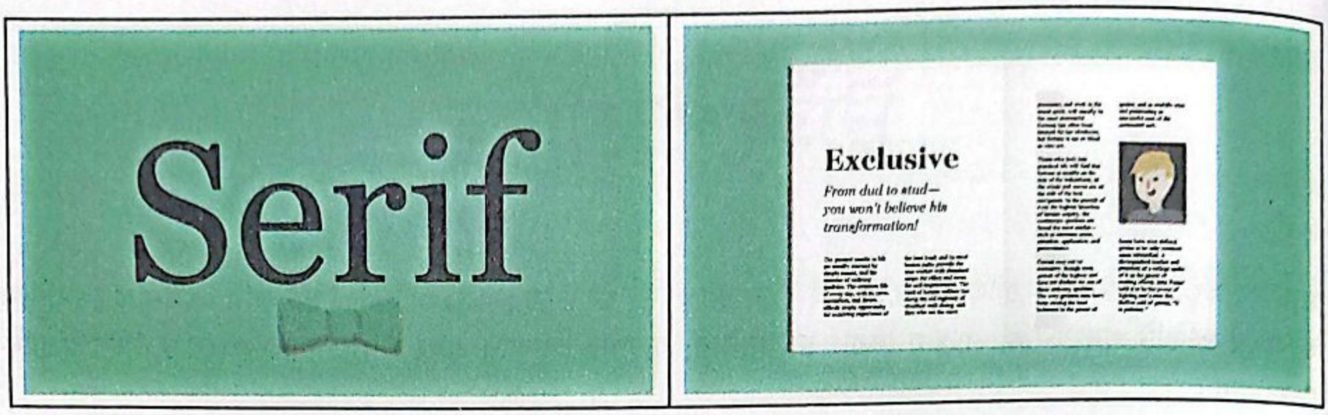

তাদের এই ক্লাসিক অবয়বের কারণে, এই ধরনের ফন্ট সাধারণত প্রিন্ট পাবলিকেশন যেমন ম্যাগাজিন এবং সংবাদপত্র বহুল ব্যবহৃত হয়।

সান্স সেরিফ ফন্ট

সান্স সেরিফ অক্ষরে সেই অতিরিক্ত স্ট্রোক নেই তাই ফরাসি ভাষায় তাদের বলে সেরিফ ছাড়া (without serif)।

এই স্টাইল সেরিফ হরফের চেয়ে পরিষ্কার এবং আধুনিক বলে বিবেচিত হয়। এ ছাড়াও স্মার্টফোন ও ট্যাবলেটসহ কম্পিউটারের স্ক্রিনে পড়া সহজ হয়ে থাকে।

প্রদর্শিত ফন্ট (Display Font) ডিসপ্লে ফন্ট বিভিন্ন স্টাইলে যেমন স্ক্রিপ্ট, ব্ল্যাকলেটার, অলক্যাপ এবং সাধারণত ব্যতিক্রমী।